কথামুখ

আমি তখন দশম শ্রেণির ছাত্রী। সান্নিধ্যে আসি রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের। তাঁর অনুপ্রেরণা ও পরামর্শেই বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে ঘনঘন যাতায়াত শুরু করি। রবীন্দ্রভবনের সঙ্গে গড়ে ওঠে এক আত্মিক সম্পর্ক। আর 'রবীন্দ্রনাথ' নামক একটা 'আইডিয়া' খুব ধীরে ধীরে নির্মিত হতে শুরু করে আমার মননে-চেতনায়।

পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ছাত্রী হিসেবে রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আরও নিবিড় হয়। অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য আমাকে রবীন্দ্রগবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেন। সেই মতো তাঁর কাছে কাজও শুরু করি। কিন্তু কয়েকটি নিতান্ত ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে গবেষণাকর্মে সাময়িক ছেদ টানতে হলেও পূর্ণচ্ছেদ টানিনি কখনও।

আর তাই, দীর্ঘ কয়েক বছর পরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সুবোধ কুমার যশের তত্ত্বাবধানে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে পুনরায় গবেষণা শুরু করি। সময়ের এই বিস্তর ব্যবধানে চিন্তাতেও এসেছে নানা বিবর্তন। তাই পুরনো অনেক ধারণা যেমন বাতিল করেছি, তেমনই নতুন করে ভেবে যোগ করেছি অনেক কিছু। সাময়িক পত্রপত্রিকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে দীর্ঘদিনের সঙ্গী এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কোন্ ধরনের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল? রবীন্দ্র আবির্ভাবের পূর্বে তত্ত্ববোধিনীর প্রচলিত ধারা কি তাঁকে বিশেষ কোনো ধরণের রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল? আর সম্পাদক হিসেবেই বা মাত্র চার বছরে তিনি কি ঘটাতে পেরেছিলেন কোনো মূলগত পরিবর্তন? এরকমই আরো নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণাপত্রে।

এই গবেষণাকর্মে নানা সময়ের মূল্যবান মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. সুবোধ কুমার যশ। আমার কলেজের অধ্যক্ষা ড. শিবানী রায় ও সহকর্মী অধ্যাপিকা শাশ্বতী চক্রবর্তী পাশে থেকে উৎসাহিত করেছেন। নানা সময়ে

উৎসাহ দিয়েছেন ড. মঞ্জুলা বেরা, ড. রেজাউল করিম, ড. দীপক রায় এবং আরো অনেকে, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, আর প্রতিনিয়ত পত্রিকার সরবরাহ দিয়ে সহায়তা করেছেন এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরী কর্মী সুভাষ বেরা, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের কর্মী আশিস হাজরা, মফিজুল রহমান ও আরও অনেকে। এঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাছাড়া আমার সাহিত্যানুরাগী দাদা দিলীপ কুমার দত্ত ও সাহিত্যের গবেষক আমার বড় মেয়ে মাম (উর্বী)-এর সহায়তার কথা স্বীকার না করলেই নয়। নানা সময়ে উৎসাহ দিয়েছেন মন্দিরা যশ। এছাড়া পারিবারিক ক্ষেত্রে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি বৈদ্যনাথ মুখার্জী। এছাড়া অক্ষর বিন্যাসে শ্রী দেবতোষ মৈত্র কঠোর শ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে আমার গবেষণাপত্রের মুদ্রণে যে সহায়তা করেছে, তার জন্য তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অশ্রুকণা দত্ত
(অশ্রুকণা দত্ত) ২৮.৬.১৯